বিকল্প সংবাদমাধ্যম হিসেবে ওয়েব সামিয়িকী : বাংলাদেশ ভিত্তিক 'মেঘবার্তা'র আধেয় বিশ্লেষণ

ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ*
মো. আশরাফুল আলম**

গবেষণা সারাংশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও প্রসারের ফলে মূলধারার গণমাধ্যমের পাশাপাশি আগমন ঘটেছে বহু বিকল্প মাধ্যমের। ইন্টারনেট মাধ্যমে হাজির হচ্ছে নতুন নতুন সংবাদ উৎসের। তথ্যপ্রবাহে তৈরী হয়েছে অসংখ্য বিকল্প সূত্র ও বিকল্প ধারা। বিকল্প সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ উৎস হিসেবে ওয়েব বা অনলাইন ভিত্তিক সাময়িকী অন্যতম মাধ্যম। তথ্য প্রকাশের নতুন সম্ভাবনা ও নতুন জানালা হিসেবে কাজ করছে ওয়েব সাময়িকী। ইন্টারনেট ভুবনে বাংলাদেশ ভিত্তিক ওয়েব সাময়িকী- মেঘবার্তায় প্রকাশিত আধেয়তে নতুনত্য পাওয়া গেছে। সাময়িকীতে প্রকাশিত দেশী-বিদেশী ইস্যুগুলোতে জেন্ডার বৈষম্য, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, জীবন-যুদ্ধ, স্থানীয় মানুষের প্রতিরোধ-আন্দোলন, গ্রামীন উন্নয়ন, পরিবেশ বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শৈল্পিক নির্মাণসহ নানা বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে থাকছে তর্ক-বিতর্ক, মতামত, যুক্তি, পাল্টা-যুক্তি, সংবাদ বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা এবং পাঠকদের মন্তব্য, মতামত ও প্রতিক্রিয়া। সাময়িকীটি যে কোন বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশ করছে স্বাধীনভাবে। এখানে স্থান পাওয়া খবর, ফিচার, সাক্ষাতকার ইত্যাদি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। তেল-গ্যাস-সম্পদ রক্ষাসহ বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে মেঘবার্তা বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সাময়িকীতে শহরের সংবাদের তুলনায় গ্রামীন বা আঞ্চলিক সংবাদের প্রাধান্য চোখে পড়েছে। সংবাদ এজেন্সি থেকে সরবরাহ করা সংবাদ এখানে প্রকাশ করা হয়নি। কোন বিজ্ঞাপনও দেখা যায়নি ওয়েব সাময়িকীটিতে। সার্বিক বিবেচনায় সাময়িকীতে প্রকাশিত আধেয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ, এর স্লোগান, সংবাদ ক্যাটাগরিসহ বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়ে এক ধরনের ভিন্ন চিত্র ফোটে ওঠে। মূলধারার গণমাধ্যমের বাইরে বিকল্প ধারার সংবাদ সাইট হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা যায়। সবমিলিয়ে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে- দেশীয় ওয়েব সাময়িকী ইন্টারনেট ভুবনে এক ধরনের বিকল্প ধারার সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদ উৎস হিসেবে দাঁড়াচ্ছে।

১. ভূমিকা

গত কয়েক দশকে নিত্য-নতুন তথ্য-প্রযুক্তির আগমনে যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক ধরনের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সেই বিপ্লবের মহানায়ক ইন্টারনেট। ইন্টারনেটই বিশ্বজুরে তথ্য আদান-প্রদানের পথ সুগম ও আধুনিক করেছে। এটি একইসঙ্গে মাধ্যম ও তথ্যসূত্র এবং জনগনের তথ্য সংগ্রাহক হিসেবে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এমনকি মত প্রকাশের বিকল্প মাধ্যম হিসেবেও দাঁড়িয়েছে ইন্টারনেট। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবকিছুই ওঠে আসছে ইন্টারনেট ভুবনে। প্রতিদিনই ইন্টারনেট জগতে যুক্ত হচ্ছে তথ্যসমৃদ্ধ নিত্য নতুন ওয়েবপেজ বা ওয়েবসাইট। আর প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমের (রেডিও,

---

* সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
** প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

টেলিভিশন, সংবাদপত্র) বিপরীতে ইন্টারনেটসূত্রে অভূতপূর্ব এক তথ্যভা-ারের দুয়ার খুলে গেছে। প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ও সময়ের বিবর্তনে সংবাদপত্রসহ রেডিও ও টেলিভিশন এখন অনলাইনে পড়া ও দেখা যাচ্ছে। সংবাদপত্র এসেছে নতুন রুপে। মূল ব্রডশিট পত্রিকার পাশাপাশি থাকছে অনলাইন সংস্করণ। শুধু ইন্টারনেট মাধ্যমের ওপর ভর করে কাগজহীন খবরের কাগজও বের হচ্ছে, যেগুলোকে আমরা বলছি অনলাইন বা ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদপত্র। কেবল কম্পিউটার পর্দায় পঠন ও দর্শনযোগ্য সাময়িকীও রয়েছে। যেগুলোকে বলা হয় ই-ম্যাগাজিন বা ওয়েব সাময়িকী। আছে বিকল্প ধারার অসংখ্য ওয়েবসাইট, পত্রিকা, সাময়িকী, ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট। এসব মাধ্যমে ওঠে আসছে মূলধারার গণমাধ্যমে উপেক্ষিত অনেক বিষয়। অডিয়েন্স কর্তৃক পাঠানো তথ্য, সংবাদ, ছবি, ভিডিও দিয়েও পরিচালিত হয় অনলাইন ভুবনের অনেক সংবাদসাইট, ব্লগ ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো-সারাবিশ্বে মূলধারার অসংখ্য সংবাদপত্র, সাময়িকী থাকার পরও কেন অনলাইন ভিত্তিক বিকল্প সাময়িকীর উদ্ভব হলো? তাহলে কি ইন্টারনেট বা অনলাইন ভিত্তিক সাময়িকীগুলো প্রচলিত মুদ্রিত সাময়িকী থেকে ভিন্ন কিছু? অনলাইন ভিত্তিক এসব সাময়িকীতে ওঠে আসা বিষয়গুলো কীরকম এবং এদের সংবাদ ধরন, উপস্থাপনা স্টাইল, ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি বিষয় যাচাই করার কৌতুহল থেকেই আলোচ্য গবেষণাটির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

ওয়েব সাময়িকীতে কী ধরনের আধেয় যেমন, সংবাদ, ফিচার, মতামত, বিশ্লেষণ থাকছে তা খুঁটিয়ে দেখাই আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। প্রকাশিত আধেয়গুলোর বৈশিষ্ট কি ও কীভাবে এবং কোন ধরনের আধেয় প্রকাশের মধ্য দিয়ে ই-সাময়িকীটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র বজায় রাখছে তা পরখ করা। সাময়িকীটিতে কোন কোন বিষয়গু গুরুত্ব পাচ্ছে, কাদের কথা ওঠে আসছে, কোন শ্রেণী-পেশা মানুষের কথা বলা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। সর্বোপরি, ওয়েব সাময়িকীর বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র, সংবাদ শ্রেণীবিন্যাস, উপস্থাপনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এটি প্রচলিত ধারার বাইরে একটি বিকল্প ধারা তৈরী করছে কী-না তা পরখ করা হয়েছে।

গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহে 'আধেয় বিশ্লেষণ' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ওয়েব সাময়িকীতে কি ধরনের তথ্য বা উপাত্ত থাকছে তার স্বরুপ উদঘাটন এবং তা বিশ্লেষণ করার জন্য এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সংখ্যাগত ও গুণগত দু'ভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নমুনা বাছাইয়ে 'নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন' (Non-probability sampling) এর স্বেচ্ছাচয়িত নমুনায়ন (Purposive sampling) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে গুগল ওয়েব ব্রাউজারে সার্চ দেওয়ার পর বাংলাদেশ ভিত্তিক যেসব ওয়েব সাময়িকী পাওয়া গেছে তার মধ্য থেকে 'মেঘবার্তা' সাময়িকীটি বাছাই করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভিত্তিক অনেক ওয়েব সাময়িকী প্রকাশিত হলেও 'মেঘবার্তা' একটি স্বাধীন ও বিকল্প ধারার সাময়িকী হিসেবে পরিচিত (http://www.deshiweb.com/dir/detail/link-1743.html)। তাই বিকল্প ধারার সাময়িকীর যথাযথ উদাহরণ হিসেবে মেঘবার্তাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০০৮ এই সময়ের মধ্যে সাময়িকীতে প্রকাশিত আধেয়কে আলোচ্য গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। গবেষণাকালীন ওয়েব সাময়িকীটি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক আবার কখনো মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত এবং অনিয়মিতভাবে আপডেট করা হয়েছে।

ওয়েব সাময়িকীটির আধেয় বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সংবাদগুলো শ্রেণীভুক্ত করতে এবং কোন সংবাদ কোন উপাদানভুক্ত হবে তা বাছাই করতে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছে। সংবাদের প্রকৃতি দেখে

শ্রেণীবিন্যাস করা হলেও একই সংবাদে ভিন্ন উপাদান থাকায় সঠিক শ্রেণীভুক্ত করতে সমস্যা তৈরী হয়। এছাড়া একটি সংবাদে একাধিক উপাদান থাকায় সংবাদকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে একটু জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদের প্রথম অংশ অর্থ্যাৎ লিঙ্ক করা পূর্ব পর্যন্ত যেটুকু টেক্সট ছিল তার ভিত্তিতে সংবাদ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

২.১ *গবেষণার যৌক্তিকতা*

বিকল্প ধারার মাধ্যমগুলোতে বিকল্প ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়। অনলাইন ভুবনে মেঘবার্তা একটি বিকল্প ধারার সাময়িকী হিসেবে পরিচিত। সাময়িকীটিতে ওঠে আসে দেশের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা, দুর্নীতিসহ নানা বিষয়ের খবর, মতামত, মন্তব্য ইত্যাদি। মেঘবার্তা সাময়িকীটি তথ্য প্রকাশে শক্তিশালী ও সাহসী ভূমিকা পালন করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তেল-গ্যাস আন্দোলনকে সমর্থন, সমুদ্রবক্ষে গ্যাস উত্তোলন, কয়লা নীতি, বনভূমি রক্ষা, গ্যাস রপ্তানি ইত্যাদি ইস্যুতে ওয়েব সাময়িকীটি সমালোচনাত্মক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যার সূত্র ধরে ওয়েব সাময়িকীটি বিভিন্ন সময়ে হ্যাকিং এর শিকার হয় বলে ধারণা করা হয়। ২০১০ সালের মার্চে দ্বিতীয়বারের মতো সাময়িকীটির ওয়েবসাইট হ্যাকট করা হয় বলে একটি ব্লগ খবর প্রকাশ করে (http://www.nagorikblog.com/node/611)। ২০১১ সালে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়েও মেঘবার্তার ওয়েবসাইটটি প্রবেশ করা যায়নি। ধারণা করা হয়, ওয়েব সাইটটি যেহুতু সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অসঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে ও বিভিন্ন বিষয়ের পক্ষে অবস্থান নেয়, তাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাইটটি বন্ধ করা বা হ্যাকট করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প মাধ্যমগুলো কীভাবে ও কোন ধরনের সংবাদ প্রকাশ করে তা খতিয়ে দেখা জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩. মাধ্যম হিসেবে ওয়েব সাময়িকী

বিংশ শতাব্দির শেষ কয়েক দশকে ও একবিংশ শতাব্দিতে যোগাযোগ প্রযুক্তি অবিশ্বাস্য মাত্রায় ও গতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তবে শুরুটা হয় যোহানেস গুটেনবার্গের ১৪৫৬ খৃস্টাব্দে জার্মানিতে প্রথম মুভেবল টাইপ চালু করার মধ্য দিয়ে। আধুনিক মুদ্রণ ব্যবস্থার জন্ম এখান থেকেই। ছাপা হলো বই। তার পর সংবাদপত্র; শুধু সংবাদপত্র হিসেবেই নয়, সংবাদমাধ্যম হিসেবেও। উন্নত হতে থাকল ছাপাখানার। আসল রোটারি প্রেস। রোটারি প্রেসের উদ্ভাবনের পাশাপাশি কম্পোজিং এর ক্ষেত্রেও যুগান্তর সৃষ্টি করে লাইনো পদ্ধতি (লাহিড়ী ও দাস, ২০০২: ১৩-২৩)। এভাবে উন্নত হতে থাকল গণমাধ্যম যোগাযোগ ব্যবস্থা। যুক্ত হতে থাকল নতুন নতুন প্রযুক্তি। যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে এলো টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, টেলিফোন এবং অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারি স্যাটেলাইট প্রযুক্তি। হাল আমলের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে সারা বিশ্বে তৈরী হলো একটি নেটওয়ার্ক। যাকে আমরা ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক অব নেটওয়ার্কস হিসেবে চিহ্নিত করি (Cady & McGregor, 1996: 5-15)। এটি বিশ্বজুরে তথ্য আদান-প্রদানের বিস্ময়কর এক ব্যবস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আলোচ্য গবেষণায় ওয়েব বলতে মূলত ইন্টারনেটকে বুঝানো হয়েছে। কারন ওয়েবকে অনেকে ইন্টারনেটের একটি প্রতিশব্দ বলে মনে করেন। ওয়েব হলো ইন্টারনেট অবকাঠামো ব্যবহারের একটি পথ। অর্থ্যাৎ ইন্টারনেটের একটি অ্যাপ্লিকেশন বা প্রয়োগ (ঢেউ, ২০০৫:১০)। তবে ওয়েব ও

ইন্টারনেটের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য হলো ওয়েব ইন্টারনেট মহাসড়কের মধ্য দিয়ে ডেলিভারি সার্ভিস দেয় । ওয়েব হলো ট্রাক আর ইন্টারনেট হলো হাইওয়ে । ওয়েব কিছু স্থান নিয়ে তৈরী হয় যাকে বলা হয় সাইট । কিছু বিশেষ কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এই সাইট তৈরী করা হয় । প্রতিটি সাইট বিভিন্ন ডকুমেন্ট দিয়ে তৈরী যাকে আমরা বলি ওয়েব পেজ । এগুলোতে থাকেতে পারে টেক্সট, ছবি, ভিডিও, শব্দ ইত্যাদি ।

সাময়িকী বলতে সাধারণত আমরা মুদ্রিত সাময়িকীকে বুঝে থাকি । কিন্তু আলোচ্য গবেষণায় সাময়িকী বলতে অনলাইন বা ইন্টারনেট সাময়িকীকে বুঝানো হচ্ছে । অনলাইন বা ইন্টারনেট সাময়িকী দু' ধরনের হতে পারে যেমন; প্রিন্ট সাময়িকীর ইন্টারনেট সংস্করন ও অনলাইন ভিত্তিক সাময়িকী (ই-জিন) । ওয়েব ভিত্তিক সাময়িকী হলো এমন এক ধরনের সাময়িকী যা ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ বা ইন্টারনেটে অবস্থান করে এবং ইন্টারনেটকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে । অনলাইন সাময়িকী ট্র্যাডিশনাল বা মুদ্রিত ম্যাগাজিনের মতো সংবাদের সঙ্গে ফিচার, ছবি, অডিও ও ভিডিও প্রকাশ করে এবং যে কেউ লেখা বা মতামত পাঠাতে চাইলে সাময়িকীটির ওয়েবসাইটে লিঙ্ক করা ব্লগে তা পোষ্ট করতে পারে । এ ধরনের সাময়িকীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন: ওয়েব সাময়িকী বহু বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনে খুব সহজেই সেগুলো পড়া সম্ভব । জায়গার সীমাবদ্ধতাকে জয় করে এখানে অসংখ্য তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব । এটি কাগজের পরিবর্তে স্ক্রিনে পড়া ও দেখা যায় । অনলাইন সাময়িকী তথ্য প্রকাশ করতে পারে স্বাধীনভাবে । অনলাইন সাময়িকী দিনের ২৪ ঘন্টাই আপডেট তথ্য প্রদান করে । এটি বিনামূল্যে তথ্য বিতরণ করে । সময় ও স্থানের দূরত্বকে অতিক্রম করে পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে এসব সাময়িকী দেখা ও পড়া সম্ভব হয় । ওয়েব ভিত্তিক সাময়িকী শুধু সংবাদ ভিত্তিক নয়, এটি মতামত, সংবাদ বিশ্লেষণসহ যেসব বিষয় মূলধারার গণমাধ্যম নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রচার ও প্রকাশিত হতে পারে না, সেসব বিষয়ও এখানে প্রকাশিত হয় (Peng, Tham, & Xiaoming, 1999) ।

অনলাইন সাময়িকীগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর অংশ বা এগুলো এক একটি ওয়েবসাইট । ওয়েব সাময়িকী ওয়েবজাইন বা সংক্ষেপে ই-জাইন হিসেবেও পরিচিত । অনলাইন সাময়িকীর প্রসার ঘটে মূলত ওয়েব সৃষ্টির পর থেকে । ১৯৮৯ সালে ইউরোপের পার্টিক্যাল ফিজিক্স ল্যাবরেটরির কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ টিম বার্নাস লী এই 'ওয়েব' তৈরী করেন (ঢেউ, ২০০৫: ১০-১২) । ওয়েবের ওপর ভিত্তি করেই সারা বিশ্বের কম্পিউটারের মধ্যে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী হয় (রহমান ও রেজা, ২০০৭: ৩৭-৩৮) এবং বিশ্বব্যাপি তথ্য আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে । ১৯৯০ দশকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ) এর জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপে অনলাইন সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকল । তবে আধেয়গুলো ছিল প্রচলিত সাময়িকীর মতোই; বিজ্ঞাপন, গল্প, ছবি, ফিচার ইত্যাদি প্রকাশিত হতো । অনলাইন সাময়িকীতে ওয়েব লিঙ্ক এর মাধ্যমে অডিও, ভিডিও ক্লিপসহ চ্যাটিং করার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হতো । কিছু সাময়িকী (Sports Illustrate, Forbes) ছিল মুদ্রিত সংস্করণের প্রতিচ্ছবি । আবার কিছু ছিল শুধুমাত্র ইন্টারনেট ভিত্তিক । 'slate.com' এবং 'salon.com' এদের মধ্যে অন্যতম । ১৯৯০ এর দশকের শেষ দিকে ওয়েব সাময়িকীর সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে এদের পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'স্যালুন ডট কম' সাময়িকীটি বর্তমানে মাসে পাঁচ দশমিক আট মিলিয়ন দর্শক ভিজিট করে (http://en.wikipedia.org/wiki/Online_magazine) । এ সময়ে অনলাইন সাংবাদিকতার আরেকটি নতুন রূপ দেখা যায় যা ওয়েবলগিং হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । একুশ শতকের সকাল হতে না হতেই প্রযুক্তি আরো একধাপ এগিয়ে যায় । শুরু হয় ইলেকট্রনিক

নিউজলেটার এর প্রচলন। ই-মেইলের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য জেনে নিউজলেটারগুলো ইন্টারনেটেই প্রকাশিত হতো। চালু হয় সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক, টুইটার, মাইস্পেস এর মাধ্যমে 'নাগরিক সাংবাদিকতা'। এভাবেই অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন মাধ্যমের প্রসার ঘটতে থাকে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন মাধ্যমের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ইন্টারনেট মহাসমুদ্রে বাংলাদেশের যেসব অনলাইন ভিত্তিক সংবাদপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রয়েছে; বিডি নিউজ২৪.কম (www.bdnews24.com), আমাদের গ্রাম (www.amadergram.org), নোয়াখালি বার্তা (www.noakhaliweb.com.bd), বাংলাদেশ সান (www.bangladeshsun.com), বাংলাদেশ জার্নাল (www.bangladeshjournal.com), ঢাকা নিউজরুম (www.dhakanewsroom.com), দি এডিটর (www.the-editor.net) ইত্যাদি। অনলাইন ভিত্তিক সংবাদপত্র ছাড়াও 'ইএনবি নিউজ' (www.enbnewsbd.com) নামক একটি সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক নিউজ এজেন্সি রয়েছে। দেশের প্রথম অনলাইন ভিত্তিক এই নিউজ এজেন্সিটি (বিনামূল্যের দিক থেকে) সংবাদের পাশাপাশি অডিও এবং ভিডিও প্রচার করে। এছাড়াও বাংলা ভাষায় সংবাদ ভিত্তিক বেশ কিছু ওয়েব সাইট রয়েছে যেমন: বিবর্তন ডট কম (www.bn.biborton.com), বাঙ্গালি ডট ওয়েবদুনিয়া ডট কম (www.bangali.webdunia.com), ইনওয়ার্ল্ড ডট নেট (www.inbworld.net), খবর ডট কম (www.khabor.com), সানবিডি ডট কম (www.sunbd.com/bangla/main), দেশের খবর ডট কম (www.desherkhobor.net), একাত্তর ডট কম (www.ekattor.com), ইউকে বাঙ্গালি ডট কম (www.ukbengali.com) ইত্যাদি। অনলাইন ভিত্তিক সংবাদপত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশ ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় অনেক সাময়িকীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন- মেঘবার্তা, ভিন্নমত, ই-ম্যাগাজিন, ক্রিটিক, আওয়ার ভিউজ, মুক্ত, অনেকক্ষণ, জুমলা, সাপ্তাহিক আমোদ, অমনি ডট নেট, নেইচার, জামিনি ইত্যাদি। সাময়িকীগুলো ওয়েবভিত্তিক হলেও এদের অনেকেরই প্রকৃতি মূলধারার মুদ্রিত সাময়িকীর মতোই। তবে এগুলোর মধ্যেও কিছু ভিন্ন প্রকৃতির ও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাময়িকী দেখা যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম: ই-ম্যাগাজিন, মেঘবার্তা, ভিন্নমত, আওয়ার ভিউজ ইত্যাদি।

৩.১ *বিকল্প মাধ্যম কী এবং কেন?*

মূলধারার বাণিজ্যিক যোগাযোগের বাইরে যেসব গণমাধ্যম রয়েছে সেগুলোকেই বলা হয় বিকল্প মাধ্যম। ইন্টারনেট সেই বিকল্প মাধ্যমের আগমনকে প্রসারিত করেছে। ইন্টারনেট বাণিজ্যিকভাবে যেমন ব্যবহৃত হচ্ছে তেমনি বিকল্প মতামত প্রকাশের সুযোগও সেখানে থাকছে। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ন বিপরীত ধারা ও বিপরীত আদর্শপুষ্ট বহু সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, সাময়িকী গড়ে ওঠেছে। বিকল্প ধারার গণমাধ্যমগুলো তাদের আধেয়, নান্দনিকতা, উৎপাদনের ধরন ও বিতরণ, পাঠক-সম্পর্ক ইত্যাদি নানা দিক থেকে মূলধারার গণমাধ্যম থেকে ভিন্ন হয়। বিকল্প ধারার সমর্থকেরা মনে করেন, মূলধারার গণমাধ্যমের সংবাদ ও তথ্য পক্ষপাতমূলক। তবে বিকল্প ধারার গণমাধ্যমও কারো পক্ষে কথা বলে। কিন্তু সেই পক্ষপাতিত্বের ভিন্ন মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য রয়েছে। বিকল্প ধারার গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও ব্যাখ্যার বিকল্প মতাদর্শ রয়েছে। এগুলো কখনো কখনো প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে ও প্রান্তিক গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের পক্ষে কথা বলে (http://en.wikipedia.org/wiki/Alternative_media#Alternative_media_scholars)।

গত শতকের পঞ্চাশের দশকে গণমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদের বিষয়টি আলোচনায় আসে। পশ্চিমা মূলধারার গণমাধ্যমের একপেশে সংবাদ পরিবেশন, তৃতীয় বিশ্বকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন, সমাজের প্রান্তিক মানুষের খবর মিডিয়াতে না আসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা নানা সমালোচনা করেন। ১৯৬৯ সালে হার্বাট শিলার গণমাধ্যমের সাম্রাজ্যবাদের ওপর একটি সাধারণ তত্ত্ব দাঁড় করান এবং গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে কীভাবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের আবাদ হচ্ছে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন (ইসলাম, ২০০৪: ১৫৭)। এদিকে গত শতাব্দির তিরিশের দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের থিওডর এডর্নো, হাবার্ট মারকুইস, ইয়ুর্গেন হেবারমাস প্রমুখ তাত্ত্বিক 'ক্রিটিক্যাল তত্ত্ব' উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি শিল্পের বিভিন্ন সমালোচনা তুলে ধরেন। 'ক্রিটিক্যাল তত্ত্বে' গনমাধ্যমের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, মালিকানা, কাঠামো, নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত বিভিন্ন বিষয় খূঁটিয়ে দেখা হয় (ইসলাম, ২০০৪: ১৫৭)। অভিযোগ তোলা হয়, মূলধারার গণমাধ্যম অনেক বেশি পক্ষপাতদুষ্ট। মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর শহরকেন্দ্রিক সংবাদ পরিবেশন, মালিক পক্ষের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা, আধিপত্যশীল গোষ্ঠির পক্ষে কথা বলার কারণে সমালোচনা করা হয়। তারা আধিপত্যশীল শ্রেণীর হয়ে বস্তুনিষ্ঠতাকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে, বানিজ্যিক স্বার্থে ও মুনাফা লগ্নির পক্ষে কাজে লাগায়। মূলধারার গণমাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কথা গুরুত্ব পায় না, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সমালোচনা আসে না, উন্নয়ন সংবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক বা এর সংশ্লিষ্ট ব্যবসার বিপক্ষে যায় এমন সংবাদকে তারা কখনোই গুরুত্ব দেয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যমগুলো ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রনমূলক প্রভাব ও বাণিজ্যিক চাপ থাকে। এসব সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ Edward S. Herman and Chomsky একটি মডেলও দাঁড় করান। মডেলটির নাম দেন 'Propaganda Model' (হোসেন, ২০০৭: ৮৪, হারম্যান ও চমস্কি : ২০০২: ৭৮)। এখানে মূলধারার গণমাধ্যমের নানা সমস্যা নিয়ে কথা বলা হয়।

মূলধারার গণমাধ্যমের বিপক্ষে নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় বিকল্প ভাবনার। গণমানুষের পক্ষে সত্যিকার অর্থে কথা বলার জন্য বিকল্প গণমাধ্যমের চিন্তা করা হয়। বিশ শতকের শেষের দিকে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। এ সময়ে কম্পিউটার প্রযুক্তি গণযোগাযোগ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। তথ্য পক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও তথ্য ছড়িয়ে দিতে কম্পিউটার ও ইন্টাররেট প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রযুক্তির কল্যানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা নিজেদের মধ্যে টেক্সট, অডিও, ভিডিও বিনিময় করার সুযোগ পায়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলিত 'ওয়ান টু ওয়ান মডেল' কে বাদ দিয়ে 'বহু থেকে বহু মডেল' এ দাড়িঁয়েছে। দর্শকরা একই সাথে তথ্য উৎপাদন ও ভোগ দু'টিই করতে পারে। একটি মডেম, কম্পিউটার, টেলিফোন লাইন সংযোগের মধ্য দিয়ে যে কোন ইন্টাররেট ব্যবহারকারী ইলেকট্রনিক প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারছে। চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ, সম্পাদনা, বিতরণ ও প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে নিত্য-নতুন প্রযুক্তির আগমনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন তথ্য-প্রযুক্তির বিস্তৃতি বাড়ছে তেমনি একইসাথে মূলধারার গণমাধ্যমের বিকল্প তৈরী হয়েছে। ব্লগ বা সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটে সাংবাদিকতার চর্চা হচ্ছে। তথ্য আদান-প্রদান কিংবা প্রকাশে সরকার বা বাণিজ্যিক মালিকানা নির্ভর গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে ইন্টারনেট মাধ্যমই অন্যতম প্রধান তথ্য উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। তবে বিকল্প গণমাধ্যমও পক্ষপাতদুষ্ট। সেটি হলো উদ্দেশ্যমূলক ও গর্বের পক্ষপাতিত্ব। এই পক্ষপাতিত্ব ইতিবাচক বিষয়ের দিক থেকে। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে। কখনোবা প্রচলিত গনতন্ত্র ও মুক্ত বিশ্বের বিপক্ষে ভিন্নমত তুলে ধরে বিকল্প মাধ্যম। যেমন বিকল্প মাধ্যম-'ইন্ডিমিডিয়ার রিপোর্টাররা

মনে করেন কোনো সাংবাদিকতাই পক্ষপাতমুক্ত নয় ... বিকল্প মাধ্যম তাদের পক্ষপাতকে লুকানোর চেষ্টা করে না। তাদের লক্ষ্য হলো সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে ফেলা। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কাজ করে যাওয়া' (হক, ২০১১: ৯০)। বিকল্প মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরে কাউন্টার হেজিমনিকে। ফলে এসব মাধ্যমের আধেয়, উদ্দেশ্য, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। তাছাড়া বলা হয়, তথ্য লাভের অধিকার মৌলিক ও সার্বজনিন অধিকার। সেই অধিকারে সবার অংশগ্রহণ ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে, জনমানুষের কাছে সব ধরনের জ্ঞান ও তথ্য পৌঁছে দিতে বিকল্প মাধ্যমের প্রয়োজন।

৩.২ *বিকল্প সংবাদ উৎস*

ভার্চুয়াল জগতে নানামাত্রিক বিকল্প মাধ্যমের সৃষ্টি হচ্ছে। বিকল্প সংবাদ উৎস, বিকল্প সংবাদ মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেটে বহু ওয়েবসাইট পাওয়া যায়। যেমন- অ্যাবডাস্টার, অলটারনেট, এন্টিওয়ার ডট কম, এক্সিস অব লজিক, কমন ড্রিমস, কনসর্টিয়ানিউজডট কম, করপওয়াচ, গ্লোবাল ইস্যু, ইনইক্যুয়ালিটি ডট ওর্গানাইজেইশেন, ইন্টার প্রেস সার্ভিস, নিউ ওয়ার্ল্ড, অনলাইন জার্নাল, ওপেন ডেমোক্রেসি, ওয়ার্কিং ফর চেঞ্জ, ভলটায়ার নেটওয়ার্ক, টম পেইন ডট কম, নিউ স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি বিকল্প সংবাদ উৎস হিসেবে ইন্টারনেট মাধ্যমে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়া একুরেসি ইন মিডিয়া (www.aim.org), অলটারনেটিভ প্রেস রিভিও (www.altpr.org), অলটারনেট (www.alternet.org), বিচ ম্যাগাজিন (www.bitchmagazine.com), কাউন্টার পাঞ্চ (www.counterpunch.org), ফেয়ারনেস এন্ড একুরেসি ইন রিপোর্টিং (www.fair.org), গ্লোবাল আর্কাডি (www.globalarcade.org), হোপ ম্যাগাজিন (www.hopemag.com), ইনডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া সেন্টার (www.indymedia.org), মিডল ইস্ট রিপোর্ট (www.merip.org), মান্থলি রিভিও (www.monthlyreview.org), ওয়ান ওয়ার্ল্ড নেট (www.oneworld.net), সার্ভিস ম্যাগাজিন (www.service-magazine.com), শি থিনকস (www.shethinks.org), জি ম্যাগাজিন (www.zmag.org) ইত্যাদি সাইট বিকল্প মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মূলধারার গণমাধ্যমের বাইরে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিকল্প রেডিও, টেলিভিশন এবং এমনকি প্রকাশকও গড়ে ওঠেছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

	ইন্টারনেট ভিত্তিক বিকল্প মাধ্যম		ঠিকানা (URL)
বিকল্প রেডিও	১	The A-Infos Radio Project	www.radio4all.net
	২	Alternative Radio	www.alternativeradio.org
	৩	Between the Lines on WPKN Radio	www.wpkn.org/wpkn/news/btl.html
	৪	Berkeley Free Radio	www.freeradio.org
	৫	National Public Radio	www.npr.org
	৬	Pacifica Radio	www.pacifica.org
বিকল্প	১	Independent Television Service (ITVS)	www.itvs.org

টেলিভিশন	২	One World TV	tv.oneworld.net
	৩	PBS - P.O.V. Series	www.pbs.org/pov/
বিকল্প প্রকাশক	১	AK Press	www.akpress.org
	২	Common Courage Press	www.commoncouragepress.com
	৩	Monthly Review Press	www.monthlyreview.org/mrpress.htm
	৪	Seven Stories Press	www.sevenstories.com
	৫	South End Press	www.southendpress.org
	৬	Verso Books	www.versobooks.com

অনলাইন মাধ্যমে আবির্ভূত এসব বিকল্প মাধ্যমগুলো স্বাধীনভাবে সংবাদ, মতামত, মন্তব্য প্রকাশ করতে পারছে। কিছু কিছু মাধ্যম যেমন- Prison Planet.com, WhatReallyHappened.com, Rense.com ইত্যাদির ব্যবহার দিন দিন দ্রুত বেড়েই চলেছে। Prison Planet.com, এর হিট[১] সংখ্যা ২০০৫ সালে ছিলো ৯ হাজারের বেশি (Watson & Jones, 2005)। ২০১১ সালের অক্টোবরে সাইটে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী, 'অলটারনেট' মাসিক ১৫ লক্ষের বেশি পাঠক ব্যবহার করে (http://blogs.alternet.org/about/)। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিমিডিয়া'য় বর্তমানে (২০১১ সালের অক্টোবরে) ২০ লক্ষের বেশি হিট হচ্ছে (http://www.indymedia.org/en/static/about.shtml)।

বিকল্প মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ বিশ্বব্যাপি আলোড়ন তৈরী করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়- সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, ১৯ আগষ্ট ২০০৩ সালে বাগদাদে জাতিসংঘ প্রতিনিধি সের্জিয়ো ভিয়েরা দে মেল্লো বোমার আঘাতে নিহত হন। ইরাক যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের প্রতি সম্মান দেখাতে সেদিন তিনি গলফ খেলা ত্যাগ করেন। তবে প্রেসিডেন্টের সে কথা শেষ হতে না হতেই একাধিক ইন্টারনেট ব্লগ পুরোনো পত্রিকা ঘেঁটে জানাল, ২০০৩ সালের ঐদিন বুশ তার তিন বন্ধু নিয়ে গলফ খেলেছেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বরাত দিয়ে প্রকাশিত সে খবর ছবিসহ বের হয়ে পড়ল। 'থিঙ্ক প্রগ্রেস' নামের একটি ইন্টারনেট পত্রিকা বুশের গলফ খেলার ভিডিও পর্যন্ত খুঁজে এনে তা বাজারে ছেড়ে দিল (ফেরদৌস, ২০০৮: ১০)।

৪. ওয়েব সাময়িকীর আধেয় বিশ্লেষণ

মেঘবার্তা (www.meghbarta.org) সাময়িকীটির ওয়েবসাইটে টেক্সট (স্ট্যাটিক, মুভিং, লিঙ্ক), ছবি, ফটো গ্যালারি, ইন্টারঅ্যাকটিভ[২] ফিচার (ই-মেইল, আলোচনা, প্রকাশনা, মতামত), নেমপ্লেট, সার্চবক্স (তথ্য খুঁজার জন্য), আর্কাইভ ইত্যাদি নানা উপাদান পাওয়া গেছে। সাময়িকীটির স্লোগান ছিল-'জীবন ও লড়াইয়ের কণ্ঠস্বর'। এখানে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিভিন্ন আধেয় প্রকাশিত হয়েছে। আনু মুহাম্মদ

---

[১] হিট সংখ্যা: কোন ওয়েব সাইট ভ্রমন করলে সে ওয়েব সাইটটি একটি হিট অর্জন করে। সফটওয়্যারের মাধ্যমে এর সংখ্যা জানা যায়। (শীবলি, ২০০৩:১০৩)

[২] ইন্টারঅ্যাকটিভ ফিচার: কম্পিউটার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক গড়ে তোলার পদ্ধতি হলো ইন্টারএ্যাকটিভ। এ পদ্ধতিতে পাঠক ই-মেইলের মাধ্যমে মতামত, মন্তব্য, অডিও, ভিডিও, ছবি ইত্যাদি পাঠানো কিংবা নিজেদের লেখা প্রকাশের সুযোগ পায় (রহমান, ২০০৭: ১২৫)।

এর সম্পাদনায় ওয়েব সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়। এখানে সহ-সম্পাদক, সমন্বয়ক, ওয়েব মাস্টার, ফটো সাংবাদিকসহ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের সংবাদদাতা রয়েছে (http://www.meghbarta.org/nws/nw_main_team.php)।

ওয়েব সাময়িকী মেঘবার্তার আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাময়িকীটির ওয়েবসাইটে মোট ১৪টি সংবাদ ম্যানু বা বিষয় রয়েছে। সমসাময়িক, পরিবেশ, আমাদের বিশ্ব, অর্থনীতি, শৈল্পিক নির্মাণ, লিঙ্গিয় বৈষম্য, ঘোষনা, প্রতিরোধ-আন্দোলন, রাষ্ট্র ও সরকার, মাইনোরেটি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, জীবন ও যুদ্ধ, উন্নয়ন, সময়, স্থান ও জনগন এবং তর্ক-বিতর্ক নামে ভিন্ন ভিন্ন আইটেম রয়েছে। সংবাদ বিষয়ে যেসব আধেয় রযেছে তার মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সমসাময়িক বিষয়ে। এখানে মোট ৩২ টি আইটেম (শতকরা ২৮.৮৩ শতাংশ) স্থান পেয়েছে। সমসাময়িক বিষয়ের পরই সংখ্যার দিক দিকে ওপরে আছে উন্নয়ন বিষয়। মোট ১৬ টি সংবাদ এখানে স্থান পেয়েছে যার শতকরা পরিমান দাড়াঁয় ১৪.৪১ শতাংশ। এরপর রয়েছে আমাদের বিশ্ব ও অর্থনীতি বিষয়। এই দু'টি বিষয়ে প্রত্যেকটিতে মোট সংবাদ পাওয়া গেছে ১০ টি করে। যা শতকরা হিসেবে প্রতিটি বিষয়ে দাড়াঁয় ৯ শতাংশ। পরিবেশ বিষয়ে সংবাদ এসেছে ৮ টি বা শতকরা ৭.২০ শতাংশ। শৈল্পিক নির্মাণে পাওয়া যায় ২টি সংবাদ, (শতকরা ১.৮ শতাংশ) লিঙ্গিয় বৈষম্য বিষয়ে ৩ টি সংবাদ (শতকরা ২.৭০ শতাংশ), ঘোষনা বিষয়ে ছিল ২টি (শতকরা ১.৮০ শতাংশ), রাষ্ট্র ও সরকার বিষয়ে ৭ টি (শতকরা ৬.৩০ শতাংশ), মাইনোরেটি বা ক্ষুদ্র জাতীসত্তা বিষয়ে ২ টি (শতকরা ১.৮০ শতাংশ), জীবন ও যুদ্ধ বিষয়ে ৬ টি (শতকরা ৫.৪০ শতাংশ), সময়, স্থান ও জনগন বিষয়ে ২ টি (শতকরা ১.৮০ শতাংশ) এবং তর্ক-বিতর্ক বিষয়ে পাওয়া যায় ৩টি সংবাদ (শতকরা ২.৭০ শতাংশ)। সব মিলিয়ে মোট ১১১টি বিষয় পাওয়া যায় মেঘবার্তা ওয়েব সাময়িকীতে।

৪.১. সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদের ধরন

সমসাময়িক ক্যাটাগরিতে স্থান পাওয়া সংবাদগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার পর ২২টি বিষয় পাওয়া যায়। সহিংসতা ও নির্যাতন, কূটনীতি, অর্থনীতি, সরকারী নীতি-নির্ধারণ, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নির্বাচন ইত্যাদি নানা বিষয় সমসাময়িক বিষয়ে স্থান পেয়েছে। সংবাদ শ্রেণী বিভাজনে দেখা যায়, এখানে সহিংসতা ও নির্যাতন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক বিষয়ে মোট সংবাদের ১৫.৬৩ শতাংশ সংবাদ প্রকাশিত হয় সহিংসতা ও নির্যাতন বিষয়ে। অর্থনীতি বিষয়ে সংবাদের পরিমান ১২.৫ শতাংশ, নির্বাচন বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ, কূটনীতি বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ, সরকার ও শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ, বিশ্ব রাজনৈতিক অর্থনীতি বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ, সামাজিক সমস্যা বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৯.৩৭ শতাংশ, সরকারী নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ, পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ে সংবাদের পরিমান ১২.৫ শতাংশ, দেশীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও জাতীয় বিষয় বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৬.২৫ শতাংশ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা-চিকিৎসা বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৯.৩৭ শতাংশ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৬.২৫ শতাংশ, গণতন্ত্র বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ, অবহেলিত শ্রেণী বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৬.২৫ শতাংশ এবং উন্নয়ন বিষয়ে সংবাদের পরিমান ৩.১২ শতাংশ।

ওয়েব সাময়িকীতে স্থান পাওয়া সমসাময়িক বিষয়গুলোর ধরণ বা প্রকৃতি দেখে বুঝা যায়, এখানে সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে সংবাদ বিশ্লেষণ। শতকরা ৪০ শতাংশ এর বেশি ছিল সংবাদ বিশ্লেষণ,

সংবাদ প্রতিবেদন ছিল শতকরা ৩১.২৫ শতাংশ, সংবাদ পর্যালোচনা ছিল ৩.১২ ভাগ। এছাড়া মতামত ৯.৩৭ শতাংশ, মন্তব্য ৩.১২ শতাংশ, তদন্তমূলক প্রতিবেদন ৩.১২ শতাংশ, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ৬.২৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ছিল ৩.১২ শতাংশ।

মেঘবার্তায় স্থান পাওয়া সংবাদগুলোর বেশিরভাগই ছিল দেশীয় সংবাদ। দেশীয় সংবাদ ছিল ৭১.৮৭ শতাংশ এবং বিদেশী সংবাদ ছিল ২৮.১২ শতাংশ। সাময়িকীটির সংবাদের উৎস অনুসন্ধানে দেখা যায়, এখানে প্রকাশিত কোন সংবাদই সংবাদ এজেন্সি থেকে ধার করা হয়নি। প্রকাশিত সংবাদের বেশির ভাগই নিজস্ব উৎস থেকে সংগৃহিত। তবে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে কিছু সংবাদ ধার করে সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয়েছে। মেঘবার্তায় প্রকাশিত নিজস্ব উৎস থেকে সংগৃহিত সংবাদ হলো ৭৮.১২ শতাংশ, পত্র-পত্রিকা থেকে সংগৃহিত সংবাদের পরিমান শতকরা ১৫.৬২ এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংবাদের পরিমান হল ৬.২৫ শতাংশ।

সাময়িকীটিতে যেসব প্রতিবেদক বা লেখকের নাম প্রকাশিত হয়েছে তাদের বেশিরভাগই পুরুষ। নারী প্রতিবেদক বা লেখক রয়েছে তবে তাদের সংখ্যাটা কম। যেখানে নারী লেখক ছিল ১৮.৬ শতাংশ, সেখানে পুরুষ প্রতিবেদক বা লেখকের পরিমান ছিল ৭১.৮৭ শতাংশ। সাময়িকীতে কোন সম্পাদকীয় পাওয়া যায় নি এবং কোনো সাক্ষাতকারও প্রকাশিত হয়নি।

সারণি ১: ওয়েব সাময়িকীতে প্রকাশিত বিষয়

	সংবাদ বিষয়		সংখ্যা	শতকরা %
১	সমসাময়িক		৩২	২৮.৮৩
২	পরিবেশ		৮	৭.২০
৩	আমাদের বিশ্ব		১০	৯.০০
৪	অর্থনীতি		১০	৯.০০
৫	শৈল্পিক নির্মাণ		২	১.৮
৬	লিঙ্গিয় বৈষম্য		৩	২.৭০
৭	ঘোষনা		২	১.৮০
৮	প্রতিরোধ-আন্দোলন		৮	৭.২০
৯	রাষ্ট্র ও সরকার		৭	৬.৩০
১০	মাইনোরেটি/ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা		২	১.৮০
১১	জীবন ও যুদ্ধ		৬	৫.৪০
১২	উন্নয়ন		১৬	১৪.৪১
১৩	সময়, স্থান ও জনগন		২	১.৮০
১৪	তর্কবিতর্ক		৩	২.৭০
মোট			১১১	১০০

সারণি ২: সংবাদের ধরন বা প্রকৃতি

সংবাদ বিষয়		আধেয়ের ধরন	মেঘবার্তা	
			সংখ্যা	%
সমসাময়িক	১	সংবাদ প্রতিবেদন	১০	৩১.২৫
	২	সংবাদ বিশ্লেষণ	১৩	৪০.৬৩
	৫	মতামত	৩	৯.৩৭৫
	৭	মন্তব্য	১	৩.১২৫
	৮	তদন্তমূলক প্রতিবেদন	১	৩.১২৫
	৯	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন	২	৬.২৫
	১০	সংবাদ পর্যালোচনা	১	৩.১২৫
	১১	অন্যান্য	১	৩.১২৫
মোট			৩২	১০০

৪.২ গুণগত বিশ্লেষণ

ওয়েব সাময়িকী- মেঘবার্তার প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় বেরিয়ে এসেছে। এখানে যেসব বিষয় প্রকাশিত হয়েছে তার বেশিরভাগ আধেয় এর কেন্দ্রে রয়েছে জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। জনকল্যাণমুখীনতা ও জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট এমন বিষয়ে সংবাদ ও সংবাদ বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন- সমসাময়িক বিষয়ে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় প্রতিটি ইস্যুই জনগণের পক্ষে ও তাদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার কথা বলে। সাময়িকীতে প্রকাশিত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে- দিনাজপুরে বিতর্কিত কয়লা খনি স্থাপন, পোশাক শিল্প শ্রমিকদের কম মজুরি, বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন নীতির সমালোচনা, নারী নির্যাতন, সমাজের অসহায় প্রতিবন্ধিদের অবস্থা, ফুলবাড়ি আন্দোলনে স্থানীয় জনগণের সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি। এসব বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ওয়েব সাময়িকীর আধেয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এগুলো প্রচলিত গণমাধ্যম থেকে ভিন্ন ধারায় সংবাদ আধেয় প্রকাশ করে। যার মূল সুর হলো জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা। সমাজের অসঙ্গতিকে তুলে আনা হয়েছে। খবরের নিচে চাপা পড়া খবরকে প্রকাশ করা হয়েছে। অসহায়, বঞ্চিত, অধিকার বঞ্চিতদের পক্ষে কথা বলা হয়েছে। শুধু ভাসাভাসা সংবাদ পরিবেশন করেই চুপ হয়ে যাওয়া নয় বরং খবরের ভেতরে প্রবেশ করে সমস্যার আদ্য-পান্ত বিশ্লেষণ করে পাঠকের সামনে তা তুলে এনেছে সাময়িকীটি। সমসাময়িক বিষয়ে মূলধারার গণমাধ্যমে যেসব খবর প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সুক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণও হাজির করা হয়েছে।

সাময়িকীটির সংবাদ ক্যাটাগরি বা ধরন হলো, এখানে সাদামাটা সংবাদের চেয়ে সংবাদ বিশ্লেষন, সংবাদ পর্যালোচনা, মতামত, মন্তব্য, প্রতিক্রিয়া, ব্যখ্যামূলক সংবাদ, অনুসন্ধানমূলক সংবাদ ইত্যাদি বিষয় সবচেয়ে বেশি প্রকাশ করে। প্রচলিত গণমাধ্যমে আমরা যেসব সংবাদ উপাদান দেখতে পাই ওয়েব সাময়িকী তা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির উপাদান প্রকাশ করে। সাময়িকীটি উন্নয়ন, পরিবেশ, লিঙ্গিয় বৈষম্য, মুক্তিযুদ্ধ, প্রতিরোধ-আন্দোলন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, স্থানীয় জনগণ ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে

সংবাদ প্রচার করেছে। পাশাপাশি সাময়িকীতে মূলধারার গণমাধ্যমের মতো রাজনীতি, অর্থনীতি, বিনোদন, বিশ্ব সংবাদ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, আইন-বিচার, কূটনীতি, সমকালীন সংবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়েও সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবে প্রচলিত গণমাধ্যম থেকে ওয়েব সাময়িকীর পার্থক্য হলো- ওয়েব সাময়িকীটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিস্তারিত ও বিশ্লেষণমূলক সংবাদ পরিবেশন করেছে।

ওয়েব সাময়িকীটি কোন আধিপত্যশীল গোষ্ঠী বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের অনুদানে চলে না। মাধ্যমটি বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করে না। সাময়িকীটির হোমপেজ[৩]সহ কোন পেজেই করপোরেটসহ কোন প্রকারের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়নি। এতে বুঝা যায়, সাময়িকীটি প্রচলিত গণমাধ্যমের মতো মুনাফালোভী এবং ব্যবসামুখী নয়। স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রকাশ করতে সাময়িকীটির ওপর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের চাপও নেই। এখানে কোন ধরনের করপোরেট বিজ্ঞাপনদাতাদের সহায়তাপুষ্ট বা আধিপত্যশীল শ্রেণীর পক্ষে কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। কোন সংবাদে কোন বিজ্ঞাপন স্পন্সরদাতাদের নাম দেখা যায়নি। ফলে সাময়িকীটি জনগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারছে বলে অনুমান করা যায়। পাশাপাশি মূলধারার গণমাধ্যমগুলো যেখানে ধনীকমুখীনতা, শহরমুখীতাসহ অন্যান্য অভিযোগে সমালোচিত হচ্ছে, ওয়েব সাময়িকীটি সেখানে তাদের প্রকাশিত আধেয়ের মধ্য দিয়ে শহরমুখীতার পরিবর্তে গ্রামীন ও স্থানীয় বিষয়ের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। মূলধারার গণমাধ্যম থেকে সম্পূর্ন ভিন্ন ধরনের উপাদান প্রকাশ করছে। এখানে দেশীয় খবরের পরিমান বিদেশী খবরের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সাইটটিতে সাময়িকী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পাঠকদের তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার সুব্যবস্থা রয়েছে। পাঠকরা সাময়িকীতে প্রকাশিত যে কোন বিষয় পড়ে সেই বিষয়ে তাৎক্ষণিক মতামত জানাতে পারে এবং পাশাপাশি পাঠকরা তাদের নিজস্ব লেখাও ওয়েব সাময়িকীতে প্রকাশের উদ্দেশ্যে পাঠাতে পারে। সবকিছু মিলিয়ে এটি বলা যায়, ইন্টারনেট ভুবনে এক ধরনের বিকল্প সংবাদ মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ওয়েব সাময়িকীটি।

৫. গবেষণার ফলাফল

আলোচ্য গবেষণার মূল প্রশ্ন ছিল- তথ্য-প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও প্রসারের ফলে ইন্টারনেট ভিত্তিক যেসব দেশীয় সাময়িকী প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলো বিকল্প সংবাদ উৎস হিসেবে কাজ করছে কী-না। ওয়েব সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদ আধেয়, আধেয়ের ধরন এবং প্রকৃতি, সংবাদ উপাদান, সংবাদ পরিবেশন, বক্তব্য প্রকাশে স্বাধীনতা, খবরের উৎস, খবর বাছাই, সাময়িকীটির স্লোগান ইত্যাদি নানা দিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মেঘবার্তা সাময়িকীটি অনলাইন ভুবনে একটি বিকল্প ধাঁচের সংবাদ মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাময়িতকীতে প্রকাশিত বেশিরভাগ আধেয় এর কেন্দ্রে রয়েছে জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়। সমসাময়িক বিষয়ে সবচেয়ে বেশি খবর প্রকাশিত হয়েছে এবং এর প্রায় প্রতিটি বিষয়েই জনগণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতার বিষয় ওঠে এসছে। ওয়েব সাময়িকীটি অনেক সমস্যার সুক্ষ্ম ও আদ্য-পান্ত বিশ্লেষণ পাঠকের সামনে হাজির করেছে। এটি কোন আধিপত্যশীল গোষ্ঠী বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের অনুদানে চলে না এবং কোন করপোরেট বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করে না। সাইটটিতে প্রকাশের জন্য পাঠক যাতে তাদের মতামত পাঠাতে পারে সে ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে অনলাইন পাঠকদের তথ্য পাবার বিকল্প উৎস হিসেবেও ওয়েব সাময়িকীটি কাজ করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

---

[৩] যে কোন ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেজের শুরুর পেইজটিকে বলা হয় হোম পেজ। হোমপেজে অন্যান্য পেজ লিঙ্ক করা থাকে (রহমান, ২০০৭: ১১৫)।

৬. উপসংহার ও সুপারিশ

অনলাইন ভুবনে নতুন তথ্য ও সংবাদ উৎস হিসেবে বিকল্প মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মূলধারার গণমাধ্যমের পাশাপাশি বিকল্প ধারার ওয়েব মাধ্যমগুলো গণমানুষের তথ্য-চাহিদা পূরণ ও গণমাধ্যম গণতন্ত্রায়নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। মেঘবার্তা ওয়েব সাময়িকীটিতে প্রকাশিত তথ্য, সংবাদ, ফিচার, ছবিসহ বিভিন্ন আধেয় বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে তা অনুমান করা যায়। সংবাদ উপাদানের ভিন্নতা, ভিন্ন আঙ্গিকে সংবাদ উপস্থাপন, ওয়েব পেজের বৈচিত্র্য, সাময়িকী কর্তৃপক্ষের স্লোগান ইত্যাদি বিষয় সাময়িকীটিকে ভিন্নতা দিয়েছে। ফলে ইন্টারনেট জগতে বাংলাদেশ ভিত্তিক যেসব সাময়িকী প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে একটি বিকল্প ধারার সাময়িকী হিসেবে এটিকে চিহ্নিত করা যায়। তবে আমরা মনে করছি সার্বিক দিক বিবেচনায় সাময়িকীটি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারে:

১. বাংলাদেশ ভিত্তিক ওয়েব সাময়িকী বাংলা ভাষায় অধিক পরিমানে সংবাদ প্রকাশ করা।

২. সাময়িকীটিতে প্রকাশিত বিশ্লেষণমূলক বিভিন্ন লেখায় সামাজিক সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন পথও দেখানো।

৩. সংবাদ সংশ্লিষ্ট ছবি, অডিও, ভিডিও প্রকাশ করা।

৪. নারী লেখকদের উপস্থিতি বাড়ানো।

৫. সাময়িকীটি নিয়মিত আপডেট করা।

৬. পাঠকদের লেখা আরো বেশি পরিমানে প্রকাশের ব্যবস্থা করা, পাঠকদের যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসার স্বল্প সময়ের মধ্যে উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করাসহ ইন্টারএ্যাকটিভ ফিচারকে কার্যকর করা।

৭. নিত্য পরিবর্তনশীল অনলাইন ভুবনে ওয়েব সাময়িকীকে টিকে থাকতে হলে আকর্ষনীয় ও সৃজনশীল আধেয় প্রকাশের পাশাপাশি এগুলোর লিঙ্কপেজগুলোকে তথ্য সমৃদ্ধ করা।

৮. সাময়িকীর আর্কাইভ পদ্ধতি আরো সমৃদ্ধ ও সময়োপোযোগী করতে হবে যাতে প্রকাশিত পুরনো তথ্য সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লেখাগুলো পৃথকভাবে খুঁজে বের করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী মূলধারার গণমাধ্যমে অপ্রকাশিত এমন নতুন তথ্য বেশি পরিমানে প্রকাশ করা।

১০. বিকল্প ধাঁচের ওয়েব সাময়িকীটি যাতে অনলাইন পাঠক সহজেই খুঁজে পেতে পারে সেজন্য সাময়িকীকে গুগল, ইয়াহুর মত জনপ্রিয় ও অধিক ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিনগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া।

১১. নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সহজেই ভেঙ্গে দিয়ে হ্যাকারদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ওয়েব সাময়িকীটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা।

তথ্যসূত্র

১. ইসলাম, এস. আমিনুল (২০০৪)। *উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল*। ঢাকা: শ্রাবণ।

২. ঢেউ, মোজাহেদুল ইসলাম (২০০৫)। *৭ দিনে ওয়েব ডিজাইন*। ঢাকা: সিসটেক।

৩. ফেরদৌস, হাসান (২০০৮)। যুক্তরাষ্ট্রে তথ্যমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে সংশয়। *দৈনিক প্রথম আলো*।

৪. রহমান, মাহবুবুর ও রেজা, কেএম আলী (২০০৭)। *ইন্টারনেট ই-মেইল*। ঢাকা: সিসটেক।

৫. রহমান, মাহবুব (২০০৭)। *কম্পিউটার অভিধান*। ঢাকা: সিসটেক।

৬. লাহিড়ী, সৌমিত্র ও দাস, মানসপ্রতিম (সম্পাদিত) (২০০২)। *তথ্য প্রযুক্তি ও আমাদের জীবনযাপন*। কলকাতা: একুশ শতক।

৭. হক, ফাহমিদুল (২০১১), সাইবার পরিসরে, বিকল্প মাধ্যমের খোঁজে। *অসম্মতি উৎপাদন গণমাধ্যম-বিষয়ক প্রতিভাবনা*। ঢাকা: সংহতি।

৮. হোসেন, জাকির, (২০০৭)। প্রচারনা মডেলের পর্যালোচনা। আহমেদ, মুসতাক (সম্পাদিত) ২০০৭। *গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: এইচ-ডি-পি-এইচ।

৯. হারম্যান, এডওয়ার্ড এস ও চমস্কি, নোম (২০০২), *সম্মতি উৎপাদন: গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি* (মামুন, আ-আল অনূদিত), ঢাকা: সংহতি।

১০. Cady, Glee Harrah & McGregor, Pat (1996). *Mastering the Internet*. New Delhi: BPB Publication.

১১. Peng, Foo Yeuh, Tham, Naphtali Irene & Xiaoming, Hao (1999). Trends in Online Newspaper: A look at the US Web. *Newspaper Research Journal*, Vol. 20, issue-2.

১২. Watson, Paul Joseph and Jones, Alex (2005) 'Alternative Media Amplifies as Mainstream Gatekeepers Decline', retrieved November 23, 2010 from http://www.prisonplanet.com/articles/august2005/070805alternativemedia.htm